



## 37918 - রোযা ভুগকারী রক্তরে পরচিতি

### প্রশ্ন

মানুষের শরীর থেকে নরিগত রক্তরে পরিমাণ সম্পর্কে আমি জানতে চাই যা রোযা ভুগ করবে। কারণ আমি দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মতিভাবে কিছু রক্তপাতসহ অর্শরোগে (হেমোরয়েডে) ভুগছি। রক্তরে পরিমাণ প্রায় আধা কাপ হয়ে থাকে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে দ্রুত আরোগ্য করে দেন।

যহেতু এই রক্ত রোগের কারণে বের হয় তাই আপনার রোযাটি সহি। এমনকি রক্ত যদি অনেকেও নরিগত হয় তবুও আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। যহেতু এই রক্ত আপনার ইচ্ছাকৃত কোন কর্মের কারণে বের হচ্ছে না।

রোযা ভুগকারী রক্তরে ক্ষতেরে নীতি হচ্ছে নমিনরূপ:

মানুষের দহে থেকে নরিগত রক্তরে দুটো অবস্থা:

এক: ব্যক্তির নিজের স্বচ্ছায় কৃত কর্মের কারণে রক্ত বের হওয়া। সক্ষেতেরে এর বধিান ব্যাখ্যাসাপক্ষে:

১। যদি শিঙিগা লাগানের কারণে রক্ত বের হয় তাহলে রোযা ভুগে যাবে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “শিঙিগা প্রদানকারী ও শিঙিগা গ্রহণকারীর রোযা ভুগে গেলে।”

২। শিঙিগা লাগানো ছাড়া রক্ত বের হওয়া; যমেন শরি থকে রক্ত বের করা। এ রক্ত যদি পরিমাণে এত বেশি হয় যে রোযাদারের শরীরের উপর এর প্রভাব পড়ে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে; যমেন: রক্ত দান করা। আর যদি পরিমাণে অল্প হয় যাত রোযাদারের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না; যমেন পরীক্ষা করার জন্য রক্ত দলি রোযা নষ্ট হবে না।

দুই: ব্যক্তির অনচ্ছায় রক্ত বের হওয়া; যমেন কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে, নাক থেকে কথিবা শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষত থেকে— এমন ব্যক্তির রোযা সহি যদি অনেকে রক্ত বের হয় তবুও।

এটি শাইখ উছাইমীনরে ফতওয়ার সারাংশ। দেখুন: ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৩২)।



কিন্তু ব্যক্তির অনচ্ছায় বরে হওয়া রক্তরে পরমাণ যদা বিশেই হয় যার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গে ফলো এবং এর বদলে রোযাটির কাযা পালন করা জায়যে হবে।